"নতুন নতুন প্রযুক্তি কৃষকদের মাঝে ছড়াতে হবে"

প্রকৌশলী মোঃ নজরুল ইসলাম খান

পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

মোঃ নজরুল ইসলাম খান ১৯৮৬ সাল থেকে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া'র বিভিন্ন বিভাগের একজন অনুষদ সদস্য হিসেবে কাজ করে আসছেন। বর্তমানে তিনি প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগের পরিচালক হিসেবে কর্মরত। এছাড়াও তিনি আরডিএ, বগুড়া'র রিনিউএ্যাবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক ও নতুন আরো একটি পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের একজন ফাউন্ডার মেম্বার এবং সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্র নামক এনজিও'র প্রতিষ্ঠাতা। তিনি একজন কৃষি প্রকৌশলী এবং ইন্সটিটিউশন অফ ইঞ্জিয়ার্স বাংলাদেশের লাইফ ফেলো; বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন এর অন্যতম সদস্য। তাছাড়াও তিনি বাংলাদেশ ওয়াটার পার্টনারশীপ ও গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশীপ, সুইডেন এবং ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার এসোসিয়েশন (আইডব্লিউএ), লন্ডন এর সদস্য।

তিনি পড়াশোনা করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়নসিংহ থেকে। পরবর্তীতে তিনি ডেনমার্ক থেকে কৃষি ব্যবস্থাপনা ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে উচ্চতর ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জন করেন এবং বর্তমানে কিওটো বিশ্ববিদ্যালয়, জাপানের একজন পিএইচডি ফেলো।

তিনি সেচ, পানি ব্যবস্থাপনা, কৃষি মেশিনারী, রিনিউএ্যাবল এনার্জি বিষয়ে ২৫-এর অধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সম্পাদনা করেছেন। তিনি দেশ বিদেশে অনেকগুলো সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ট্রেইনিং এ অংশগ্রহণ করেছেন। ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা, স্বল্প ব্যয়ের গভীর নলকূপ, বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন, পানি বিশুদ্ধকরণ প্রকল্প স্থাপনে দীর্ঘ দিনের পরামর্শক হিসেবে তার কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

সম্প্রতি পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে বাংলা টাইমসের প্রতিবেদক **ফাতেমা জাহান পপি**র সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে **প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম খান** আরডিএ-এর সেচ ও পানি ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকারে বিস্তারিত-

বাংলা টাইমস : সেচ ও পানি ব্যবস্থার এই কনসেপ্টটা কিভাবে আসল আপনাদের?

মোঃ নজরুল ইসলাম খান : ধন্যবাদ, গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করেছেন। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৮১ সালে শেরপুর উপজেলার দশমাইলে স্থানান্তরিত হয়। আশির দশকের শুরুতে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয় পানি সম্পদ নিয়ে। তখন আমাদের বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট দু'টি প্রজেক্ট ছিল। একটা হল টিসিএডি (টিউবওয়েল কমান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট), আরেকটা ছিল আইএমপি (ইরিগেশন ম্যানেজমেন্ট প্রোগাম)। এই প্রজেক্টে কাজ করার অভিজ্ঞতার আলোকে কনসেপ্টটা সামনে আসে। ১৯৮৬ সালে ইরিগ্রেশন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে আমি যোগদান করি। তারপর ক্রমান্বয়ে বর্তমানে আমি পরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করছি। পানির উপরে যে সকল কাজ চলছে সেগুলোর দিক নির্দেশনা আমাদের গ্রেট লিডার আরডিএ'র বর্তমান মহাপরিচালক প্রকৌশলী এম.এ মতিন মহোদযের নেতৃত্বে আমার সিনিয়র প্রকৌশলী মাহমুদ হোসেন খান এবং জুনিয়র কয়েকজন প্রকৌশলী ফেরদৌস, আবিদসহ একটি কোর টীমের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। একাডেমীর সেচ ও পানি সম্পদ উন্নয়নে সূচনালগ্নে প্রকৌশলী তৌফিকুল আরিফ সাহেবের অবদানও অনস্বীকার্য। যদিও তিনি ১৯৮৭ সালে একাডেমী থেকে চলে গিয়েছেন। ডিজি মহোদয়ের দক্ষ নেতৃত্বে একাডেমীর সেচ ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় অভুতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ১৯৯৯ সালে আমি সুইডেনে 'ওয়াটার শেড ম্যানেজমেন্ট' ট্রেনিং-এ যাই। সেখানে নোবেল হাউজে একটা পার্টিতে বাংলাদেশের সুনামখ্যাত প্রকৌশলী মরহুম কামরুল ইসলাম সিদ্দিক স্যারের সাথে আমার স্বাক্ষাত হয়। সেখানে আমি ওয়াটার সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করে গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশিপের মেম্বার হই। ওখানে আমি প্রত্যক্ষ করলাম পৃথিবীর বহুদেশে বিভিন্ন ধরনের স্পেশালাইজড সেন্টার আছে। প্রথমবার ঘুরে আসার পর পরবর্তী সিম্পোজিয়ামে আমাকে অংশগ্রহনের আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে বিভিন্ন এক্সপার্টদের সাথে আমি কথা বলি এবং মতবিনিময় করি। পরবর্তিতে দেশে ফিরে একাডেমীর অনুষদ পরিষদে গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশিপের সিম্পোজিয়ামের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা বিনিময় করি। বিশ্বে পানি নিয়ে কী কী কাজ হচ্ছে, কোন দিকে অগ্রসর হচ্ছে ইত্যাদি বিষয়সহ বিভিন্ন প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্টে আমাদের করণীয় কী কী ইত্যাদি

বিষয়গুলি আমি একাডেমী অনুষদ পরিষদের ২৭ তম সভায় উপস্থাপন করি। উক্ত সভায় সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের ধারণাপত্র দেই এবং আমি ফ্যাকাল্টি কাউন্সিলে একটা প্রস্তাব দেই। এখানে উল্লেখ্য যে, একাডেমীতে পানি সম্পদ উন্নয়নে যে সব কাজ সেচ ব্যবস্থাপনা অনুষদের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। সে কাজ গুলি প্রাতিষ্ঠানিক করা প্রয়োজন। সে আলোকে আমি বললাম, আমাদের কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, কাজকে টেকসই ও চলমান করতে হলে একটা প্রতিষ্ঠান করা প্রয়োজন। আমি সেচ ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেই। সে সময় প্রকৌশলী মতিন বর্তমান ডিজি মহোদয় বললেন সেচ ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্র না করে এটাকে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (সিআইডব্লিউএম) করা যায়। আমরা সবাই একমত হলাম। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের তৎকালীন সচিব ধীরাজ কুমার নাথ বর্তমান ডিজি এম এ মতিনকে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের ধারণাপত্র মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা দেন। অতঃপর সচিব মহোদয় প্রেজেন্টেশনে মুগ্ধ হয়ে বললেন, আপনারা এটার একটা কাঠামো, গাইডলাইন, রুলস ও রেগুলেশন তৈরি করে আবার একাডেমীর পরিচালনা পর্ষদে সভায় প্রেজেন্টেশন দেন। তখন তৎকালীন অতিরিক্ত মহাপরিচালক সর্ব জনাব মাঞ্জুরুল হক, এম এ মতিন আমি ও মাহমুদ হোসেন খান মিলে কাঠামো তৈরী করি। পরবর্তীতে তৎকালীন মহাপরিচালক জহুরুল ইসলাম এর মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব ধিরাজকুমার নাথ মহোদয়ের অনুমতিতে সেন্টার প্রতিষ্ঠার নীতিগত সিদ্ধন্ত গৃহীত হয়। আমার ফিলোসফি ছিল, এই সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কাজগুলো আমরা করছি এটাকে ধরে রাখা, নতুন নতুন গবেষণা উদ্ভাবন করে প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করে সেগুলোকে সাসটেইন করা এবং বিগত যে কাজগুলো আছে এগুলোকে ধরে রাখার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে একটা প্রতিষ্ঠান আমরা দাঁড় করাতে সমর্থ হই। ২০০৩ সালে একাডেমীর পরিচালনা পর্ষদের (বিওজি) ৩১তম বোর্ড সভায় সেন্টার ফর ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যান্টেমেন্ট (সিআইডব্লিউএম) অনুমোদন লাভ করে। সেন্টার যেদিন অনুমোদন পায় ঐদিনই আমরা ৫০ কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট উপস্থাপন করি। ঐ প্রকল্পের অর্থায়নে ২২৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেন্টারের ৬ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মিত হয়েছে। অতপর এ সেন্টারের মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ের গভীর নলকূপ ও বহুমুখী ব্যবহার প্রকল্প, সিএডি, পিএপি, এসডিব্লিউএপি, আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ, আইএমপি, বায়োগ্যাস ইত্যাদি প্রজেক্ট এগুলো এই সেন্টারের মাধ্যমে চলছে। এছাড়াও আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ে কনসালটেন্সি কাজ করছি। যেমন- চট্টগ্রাম ইপিজেডের লবণাক্ত পানি লবণমুক্ত সরবরাহ। এ প্রকল্পের জন্য টেন্ডার ছিল ১৫০ কোটি টাকা, আমরা করেছি ২৩ কোটি টাকায়। সেখান থেকে আমরা কনসালটেন্সির টাকায় আমরা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে লোকবল বৃদ্ধি করেছি। আমরা জেএজিএল, তারাকান্দি, জামালপুরে ইউরিয়া সার যমুনার পানি দিয়ে উৎপাদনের জন্য ৭টি ডিপটিউবওয়েল এবং ফিল্ট্রেশন প্ল্যান্ট স্থাপন করে দিয়েছি। এ প্রকল্পের জন্য টেন্ডার ছিল ৩৫ কোটি, আমরা করে দিয়েছি সোয়া ৩ কোটি টাকায়। সাভার ট্যানারীতে পানি সরবরাহের জন্য যে প্রজেক্ট হয়েছে এটাও আমাদের করা। আমাদের প্রজেক্ট কখনোই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে না। কারণ আমরা নদীর তলায় ডিপটিউবওয়েল বসিয়ে পানি উত্তোলন করছি। যদি চৈত্র মাসেও পানি না থাকে তাহলেও আমাদের প্রজেক্ট অকার্যকর হবে না। বাংলাদেশের অনেক প্রজেক্টে দেখা যাচ্ছে- শুধু ডুয়েল ইউজ বা স্ট্যান্ডবাই না থাকার কারণে প্রজেক্ট ফেল করে। আমরা সবসময় সাসটেইনেবল চিন্তা করি। এই সেন্টারের মাধ্যমে আমরা বহু লোকের কর্ম সংস্থান করেছি এবং এই সেন্টারের সাফল্যের ধারা অব্যহত রাখাসহ প্রযুক্তি দ্রুত মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ/বিস্তারের জন্য একাডেমীর পরিচালনা পর্ষদ আরো ছয়টা সেন্টার অনুমোদন করেছে। (১) ক্যাটল গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র (CRDC), (২) সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার (SBC), (৩) রিনিউএবল এনার্জি গবেষণা সেন্টার (RERC), (৪) চর উন্নয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র (CDRC), (৫) কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (CCD) এবং (৬) পল্লী পাঠশালা সেন্টার (PPC) সেন্টার। প্রত্যেকটা সেন্টারই চলবে নিজস্ব অর্থায়নে।

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে যে পরিমাণ অর্থ এসেছে সেগুলো যদি মনিটরিং সিস্টেম থাকত, প্রতিষ্ঠান থাকত তবে অনেক আগেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হত। আমরা এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা আশা করছেন যে, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে যে পরিমাণ অর্থ এসেছে সেগুলো যদি মনিটরিং সিস্টেম থাকত, প্রতিষ্ঠান থাকত তবে অনেক আগেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হত। আমরা এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা আশা করছেন যে, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। আরডিএ একটা সাসটেনশিয়াল কন্ট্রিবিউশন রাখবে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে। আমাদের কাজের সাফল্যে সরকার মুগ্ধ হয়ে আমাদেরকে রংপুর অঞ্চলে আরেকটা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী করার দায়িত্ব দিয়েছে। আমি এর প্রজেক্ট ডাইরেক্টর। প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে; আমরা ইতোমধ্যে ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ করেছি। এক মাসের মধ্যে আমাদের ভূমি উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ শুরু হবে। রংপুর একাডেমী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ অঞ্চলে আমাদের কার্যক্রমের ধারা বিস্তৃত হবে। আমরা প্রযুক্তি শুধু একমুখী না রেখে প্রযুক্তি বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের জীবন জীবিকার উন্নয়ন ঘটাতে চাই।

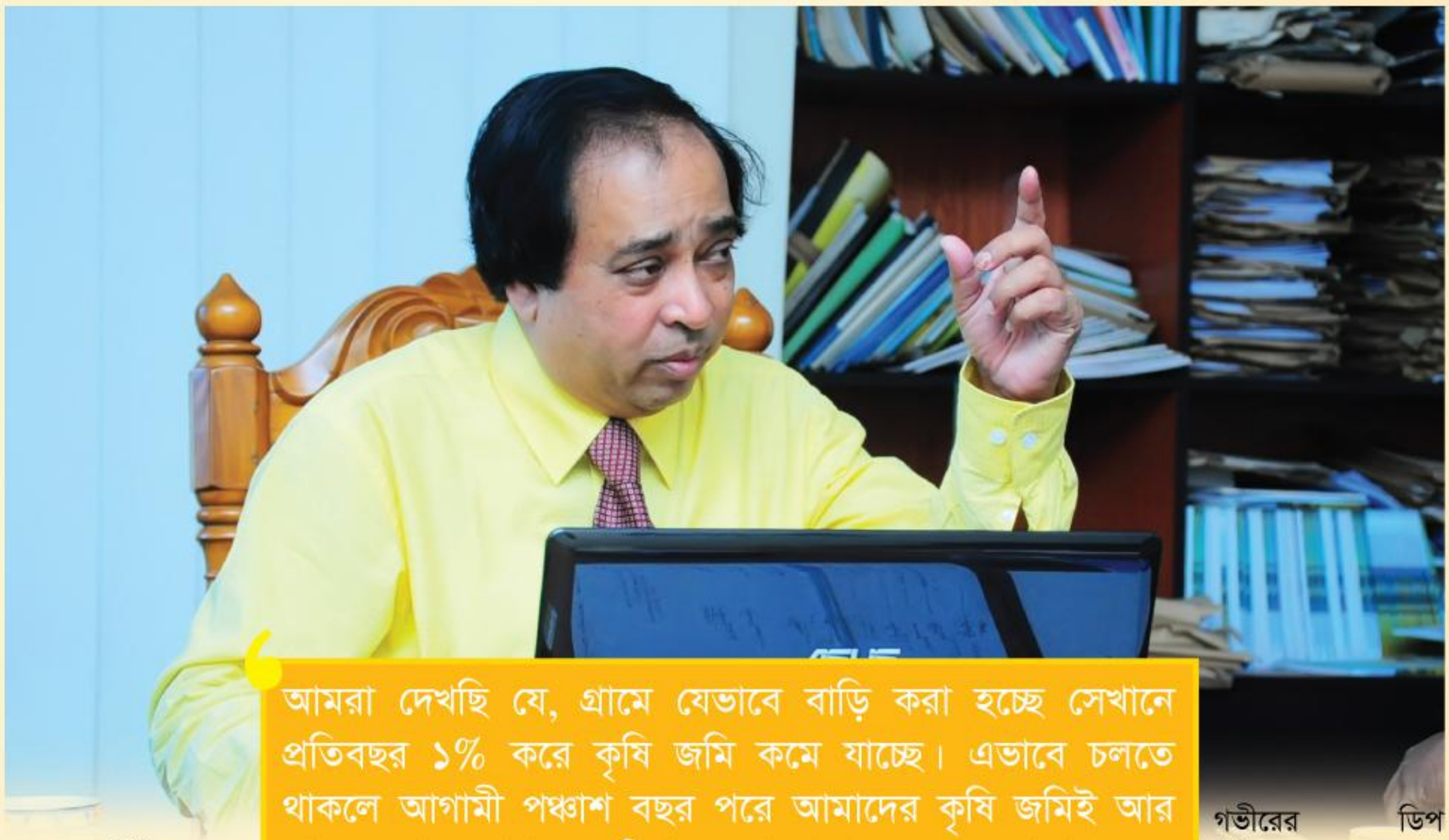

> আমরা দেখছি যে, গ্রামে যেভাবে বাড়ি করা হচ্ছে সেখানে প্রতিবছর ১% করে কৃষি জমি কমে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী পঞ্চাশ বছর পরে আমাদের কৃষি জমিই আর থাকবে না। আমাদের চিন্তা হলো ঢাকার মতো। ঢাকায় এত লোক বহুতল ভবন না হলে কোনভাবেই থাকতে পারত না।

বাংলা টাইমস : আপনাদের ওয়াটারের যে প্রজেক্টগুলো হয়ে গেছে বিগত সময়ে, এটার সাফল্য যদি তুলে ধরেন।

মোঃ নজরুল ইসলাম খান : এটার সাফল্য বলতে গিয়ে প্রথমেই বলব- যমুনা সেতুতে (বর্তমানে যেটা বঙ্গবন্ধু সেতু) এখানে একটা করে ডিপটিউবওয়েলের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা করে বাজেট ছিল এবং টেন্ডারও হয়েছিল সেখানে আমরা মাত্র দুই লক্ষ টাকায় ব্যয়ে প্রতিটি ডিপটিউবওয়েল স্থাপন করে দিয়েছি। সেতুর পূর্ব পশ্চিশ পার্শ্বের রি-সেটেলমেন্ট এলাকায় ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্থাপন করা কথা ছিল সেটা আমরা করেছি মাত্র ৫ লক্ষ টাকায়। তখন ব্রিটিশ কর্মকর্তারা আমাদেরকে বলেছিল এই পানি আমরা বুয়েটে নয়, এই পানি টেস্ট করব লন্ডনে। আমরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সফল হয়েছি। দ্বিতীয় সাফল্য যমুনা সার কারখানা। যেটার কথা আমি আগেও বলেছি। আমরা প্রকৌশলী এম.এ মতিনের নেতৃত্বে ব্যাংক অব দ্য রিভারে সাতটা ডিপটিউবওয়েল করে দিয়েছি। অটো সেন্সর, হাত দিয়ে স্পর্শ করতে হয় না। সেই পানি ট্রিটমেন্ট করে ইউরিয়া সার উৎপাদন হচ্ছে। যখন নদীতে পানি থাকে না তখন ওই পানি দিয়ে সার হয়। তৃতীয় সাফল্য চট্টগ্রাম ইপিজেডে পানি সরবরাহ প্রকল্প। যেখানে সাগরের লোনা পানি লবণমুক্ত করে দৈনিক ২০ লক্ষ গ্যালন লবণমুক্ত পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে এ যাবৎ কালে কেউ এধরণের কাজ করতে পারেনি, যা আমরা পেরেছি। চতুর্থ সাফল্য- বিসিক ট্যানারীতে পানি সরবরাহ, এ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিদেশীরা ৭২ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয় ধরেছিল সেখানে আমরা মাত্র ২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সক্ষম হয়েছি।

এসকল উল্লেখযোগ্য কাজ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন এলাকায় খাবার পানির সংকট সেসকল অঞ্চলের মানুষের জন্য আমারা ১২০০ ফুট গভীরের ডিপ ডিউবওয়েল স্থাপন করে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করেছি যেটা অন্যরা করতে পারেনি। প্লানিং কমিশন মনে করে, এই যে প্রজেক্টগুলো শেষ হয়ে যাবে, এগুলোর দেখভাল করবে কে? এই যে প্রকল্পের বিভিন্ন এ্যাসেট রিগ সংগ্রহ করেছি এগুলো কোথায় থাকবে? আমরা বললাম, আমাদের সেন্টার আছে। এখান থেকে মানুষ ভাড়া নিবে, দেশের উন্নয়নে ব্যবহার হবে। ভাড়ার টাকা দিয়ে আমরা জনবল বৃদ্ধি করব। অনেক প্রজেক্ট শেষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু চাকরি কারো যাচ্ছে না, তিন বছর, চার বছর পরে প্রজেক্ট শেষ হওয়ার পরেও সেন্টারে কাজ করে খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। আমরা মনে করি বাংলাদেশের প্রত্যেকটা সেক্টরে যদি এ ধরনের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট মডেল থাকে তাহলে দেশের উন্নয়নে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই এ ধারা রক্ষা ও ব্যবস্থাকে জোরদার করতে পারবে। বেকার সমস্যা যদি সমাধান করতে পারি, আমার মনে হয় ২০২১ সালে মধ্যে আমাদের দেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশে পরিণত হতে পারব। আমি বিশ্বাস করি এই সমস্ত প্রযুক্তি যদি আমরা মাঠে ছড়াতে পারি অবশ্যই আমরা কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছিতে পারব।

বাংলা টাইমস : চলমান প্রজেক্টগুলো সম্পর্কে কিছু বলুন।

মোঃ নজরুল ইসলাম খান : বর্তমানে আমরা পল্লী জনপদ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। পল্লী জনপদ প্রকল্পের ডিজাইন কিন্তু প্রকৌশলী এম.এ মতিন মহোদয়ের এবং আমরাও জড়িত ছিলাম। আমরা তার সাথে কাজ করেছি। আমাদের কনসেপ্ট হলো যে, আমরা দেখছি যে, গ্রামে যেভাবে বাড়ি করা হচ্ছে সেখানে প্রতিবছর ১% করে কৃষি জমি কমে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী পঞ্চাশ বছর পরে আমাদের কৃষি জমিই আর থাকবে না। আমাদের

চিন্তা হলো ঢাকার মতো। ঢাকায় এত লোক বহুতল ভবন না হলে কোনভাবেই থাকতে পারত না। গ্রামে যদি এরকম ছোট ছোট বাড়িঘর না করে, যদি একটা টাওয়ার করা যায়, ২৭২টা পরিবার একটা বিল্ডিং এ থাকবে। সেখানে আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা থাকবে। বিদ্যুৎ পাবে, গ্যাস পাবে, জৈব সার উৎপাদন করতে পারবে এবং সেখান থেকে তাদের জীবন-জীবিকার উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, সফট লোন দেওয়া হবে। ৬০০-১২০০ স্কয়ার ফিটের ফ্ল্যাট বাড়িতে বাসস্থান হবে এবং তারা ৩০% টাকা দিলে চাবি পাবে। ১৫ বছরে সে ৫% সুদে টাকা পরিশোধ মালিক হয়ে যাবে। সরকার ৭০% খরচ দিচ্ছে। এটা আমাদের জন্য বড় একটা চ্যালেঞ্জ। এখন প্রশ্ন হলো যে, এই যে বিভিন্ন ক্লায়েন্ট, বিভিন্ন ধরনের মানুষ যে থাকবে, এরা কিভাবে মিলে-মিশে থাকবে? এটা প্রায়োগিক গবেষণার ব্যাপার, এটা আমাদের মূল চ্যালেঞ্জ। আমাদের কথা হচ্ছে, যুদ্ধে না নামলে যুদ্ধে জয় নাকি পরাজয় বরণ করতে হবে সেটা বলা যায় না। পৃথিবীর বহু দেশে এ ধরনের কনসেপ্ট আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এরকম পল্লী জনপদ তার বাবার স্বপ্ন ছিল, মানে গ্রামে এ ধরনের করা যায় কিনা। আমরা বঙ্গবন্ধু আর শেখ হাসিনার স্বপ্নই বাস্তবায়ন করছি। আমাদের ডিজি হচ্ছে এটার প্রধান ধারক ও বাহক এবং নেতা। আরেকটা হচ্ছে আমাদের পানি সাশ্রয়ী প্রকল্প। এই যে আমরা জমিতে সেচ দেই। আমি এই প্রজেক্টের রিসার্চার ছিলাম। এটা কর্ণেল ইউনিভার্সিটি, আমেরিকার কনসেপ্ট। আরডিএ-কর্ণেল ইউনিভার্সিটি যৌথভাবে দেশের তিন জেলা-বগুড়া, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ কাজ করা হয়। এছাড়াও আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্র-আরডিএ যৌথ গবেষণায় এডব্লিউডি গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। এসকল গবেষণার সাফল্যের কারণে সরকার একাডেমীকে ৪০ কোটি টাকার দিয়েছে সমগ্র দেশে পানি সাশ্রয়ী মডেল যেমন বেড নালা পদ্ধতি, এডব্লিউডি এবং এসআরআই প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য। আমরা গবেষণা করে দেখেছি এক কেজি ধান উৎপাদন করতে ৩-৪ হাজার লিটার পানি লাগে। এ সকল প্রযুক্তিতে অর্ধেক পানি ব্যবহার করে ফসল ফলানো যাবে। অর্ধেক পানি আমরা বাঁচাতে পারলে পরিবেশের ভারসাম্য রাক্ষা পাবে। আরেকটা চলমান প্রকল্প হচ্ছে রংপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা। আমাদের মিশন-ভিশন হলো যে, সারা বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াটাকে বিকেন্দ্রীকরণ। একাডেমীর এ ধারণা বা কনসেপ্ট সরকার গ্রহণ করে নব ঘোষিত ময়মনসিংহ বিভাগের জামালপুর জেলায় আরো একটি পল্লী উন্নয়ন একাডেমী স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। আমি বলি, প্রত্যেকটা জেলায় যদি আমরা একাডেমী করতে পারি তাহলে বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর নাম আমরা ন্যাশনাল একাডেমী ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট দিতে পারি। আমরা আশা করি, আগামী দশ বছরের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বগুড়া একাডেমী মডেল হিসেবে খ্যাতি লাভ করবে।

বাংলা টাইমস : সেচ ও পানি উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

মোঃ নজরুল ইসলাম খান : আমরা যারা ফাউন্ডার মেম্বার, আমাদের চিন্তাধারা হলো- উন্নয়ন এবং পানি সম্পদ নিয়ে গবেষণার কোন শেষ নাই। পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন গবেষণা থাকবে। এখন যেটাকে আমরা সর্বোচ্চ প্রযুক্তি মনে করছি কয়দিন পর আমরা বলব- এটা আমাদের কাছে আছে। ২৫ বছর বা ৫০ বছর পর আমাদের লোক সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। এই বাড়তি লোকের খাদ্য নিরাপত্তার কথা যদি ভাবি তাহলে আমাদেরকে পানি নিয়ে আরো গবেষণা ও চিন্তাভাবনা করতে হবে। পানি ছাড়া যেমন ফসল ফলানোর কোন বিকল্প নাই। সে জন্য পানিকে আমাদের পরিমিত ব্যবহার করতে হবে। নতুন যে প্রযুক্তি দেশ-বিদেশ হতে আসছে এগুলোকে আমাদের কৃষকদের মাঝে ছড়াতে হবে, কৃষকদেরকে অভ্যস্ত করতে হবে, ট্রেনিং দিতে হবে। আমাদের মূল কাজই এই। মানুষের মাইন্ড সেটকে পরিবর্তন করে দেওয়া। আগে আমরা পানি দিতাম ওপেন নালায়, এখন আমরা ভূগর্ভস্থ সেচ নালার মাধ্যমে সেচ পানি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছি। এটার জন্য আমরা স্বাধীনতা পদক পেয়েছি। প্রয়োজনের তাগিতে ওখান থেকে আমরা চলে এসেছি ড্রিপ ইরিগ্রেশনে। টিউব দিয়ে গাছের গোড়ায় ফোটা ফোটা পানি দেওয়া। জমিতে বেড/আইল আইলে ফসল চাষ করা; যাতে পানি ৩০-৪২% কম লাগেসহ ইউরিয়া সারের ব্যবহার সাশ্রয় হয়। পর্যায়ক্রমে ভেজানো ও শুকানে (এডব্লিউডি) পদ্ধতি দ্বারা পানি দিয়ে আমরা ৪০% পানির অপচয় রোধ করতে পারি। পানির স্তর অনেক নিচে নেমে গেছে। এ সকল প্রযুক্তি ব্যবহার করলে ভূ-গর্ভস্থ পানি নিম্নগামিতা রোধ করা সম্ভব হচ্ছে। আমরা ভাবছি বর্ষা মৌসুমে সহজেই যাতে ভূ-গর্ভে পানি রিচার্জ করা যায় সে জন্য ড্রাগ ওয়েল করে সহজেই পানি রিচার্জ করা যাবে। এ বিষটি নিয়ে আমরা গবেষণা করছি। এই যে ঢাকা শহরে বিভিন্ন জায়গা ড্রাগ ওয়েল করা হলে ঢাকা সিটিতেও ভূগর্ভস্থ পানি স্তরের নিম্নগামিতা রোধ করা যাবে। সেচ ও পানি উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র বর্তমানে যেসব কাজ করছে সে কাজগুলোর আরো আধুনিকায়ন করা, আরো রিসার্চ করা। আগত নতুন নতুন প্রযুক্তি আমরা চর্চা করব। তাহলেই আমাদের জীবন-জীবিকার মান এবং পরিবেশ-পানি সবকিছুকেই রক্ষা করতে পারব। আমরা যে

নতুন যে প্রযুক্তি দেশ-বিদেশ হতে আসছে এগুলোকে আমাদের কৃষকদের মাঝে ছড়াতে হবে, কৃষকদেরকে অভ্যস্ত করতে হবে, ট্রেনিং দিতে হবে। আমাদের মূল কাজই এই। মানুষের মাইন্ড সেটকে পরিবর্তন করে দেওয়া। আগে আমরা পানি দিতাম ওপেন নালায়, এখন আমরা ভূগর্ভস্থ সেচ নালার মাধ্যমে সেচ পানি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছি। এটার জন্য আমরা স্বাধীনতা পদক পেয়েছি।

পানি খাই, এটা বাংলাদেশ স্টান্ডার্ড। ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশন স্টান্ডার্ডের পানি আমরা খেতে পারি না, কারণ আমাদের সেই সামর্থ্য নেই। যদি আমাদের শরীর-স্বাস্থ্যের অবস্থার ভালো চাই তাহলে 'ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশন' স্টান্ডার্ডের পানি আমাদের পান করতে হবে। সেটা করতে হলে আমাদের আর্থিক অবস্থা আরো ভালো হতে হবে। যে সরকারই আসুক না কেন ফসলের দাম ঠিক করতে হবে এবং কৃত্রিম বা জৈব সারের উপর আমাদের কাজ করতে হবে। পানি যদি আমরা ঠিকভাবে দিতে পারি, ফলন যদি বাড়াতে পারি, খরচ কমাতে পারি, অবশ্যই আমাদের দেশ আরো উন্নতির দিকে যাবে, কৃষকরা লাভবান হবে। তবে সরকারকে এখানে উদার হতে হবে। কৃষকরা যাতে ন্যায্য মূল্য পায় এ ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা রাখতে হবে। ফসলের দাম যদি কৃষক না পায় তাহলে যতই প্রযুক্তির কথা বলি না কেন, লাভ হবে না। আমাদের এই প্রযুক্তি, আমরা মনে করি, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং এটা আগামী বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে দেখা যাবে যে, এখান থেকে আরো নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা, মানুষের প্রয়োজনে, জীবনের প্রয়োজনে গবেষণা হবে এবং উন্নয়ন হবে।

বাংলা টাইমস : আপনাদের অর্জিত জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কিভাবে পৌঁছে দেবেন?

মোঃ নজরুল ইসলাম খান : যদি আমার কথা বলি, আমি মনে করি উন্নয়ন তো আর থামিয়ে রাখা যাবে না। আমরা আছি আর কিছু দিন। আমাদের ডিজি মহোদয় আছেন আর তিন বছর, যদি সরকার তাকে ডিজি হিসেবে এক্সটেনশন দেয় তাহলে হয়তো আমাদের এ অগ্রযাত্রা আরো বেগবান হবে। আমার চাকুরী আছে তিন বছর দশ মাস, এরপর ইতোমধ্যেই আমার চিন্তা-চেতনায় সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্র এনজিও হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আমরা সরকারী চাকরি ছাড়ার পর আরডিএ-এর এই উন্নয়ন মডেলগুলো সারাদেশে আরো দ্রুত ছড়িয়ে দিতে চাই এই এনজিও'র মাধ্যমে।

বাংলা টাইমস : অসংখ্য ধন্যবাদ, আমাদেরকে মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য।

মোঃ নজরুল ইসলাম খান : আমাদের পানি সম্পদ নিয়ে আমাদের কর্মযজ্ঞ আপনাদের মাধ্যমে দেশের মানুষ অবহিত হতে পারবে, দেশের উন্নয়নে কাজেও লাগতে পারে। আপনাকেও ধন্যবাদ। □

For Your Stock Market Solution

We are with you

Our Services & Facilities:

- BO Account Opening.
- Trading Facilities in both Dhaka and Chittagong Stock Exchange.
- Any Branch Trading Facilities.
- De-Materialization and Re-Materialization of Share.
- Pledging and un-Pledging of Share
- Competitive Commission and no CDBL Settlement Charges.
- Special Workstation for Ladies

PHOENIX SECURITIES LIMITED

(Corporate member of Dhaka Stock Exchange Limited & Chittagong Stock Exchange Limited)

Corporate Office: Moon Mansion, 1st Floor, 12 Dilkusha, Dhaka-1000. Tel: 7160279, 7168924, Fax: 880-2-7160429
DSE Branch: Room # 439, 3rd floor, DSE Annex Building, 9/E Motijheel C/A, Dhaka-1000, Bangladesh. Tel: 9550650, Fax: 880-2-7160429
Uttara Branch: Syed Grand Centre, 5th Floor (Level-6), Road # 28, Sector # 7, Mymensing Road, Uttara Model Town, Dhaka. Tel: 8913026, 8913027
Chittagong Office: C & F Tower, 2nd floor, 1222 SK. Mujib Road, Agrabad C/A, Chittagong, Bangladesh. Tel : (031) 2516111-2, Fax: 880-031-2516114
Email: info@phoenixsecuritiesltd.com, **Web:** www.phoenixsecuritiesltd.com